ভোরের কাগজ
তারিখ NOV 27 200
পৃষ্ঠা কলাম

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব হচ্ছেটা কি?

৬৩ শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণার পর আরো ১৪ জনকে অব্যাহতি □ কলকাঠি নাড়ছেন জামাতপন্থী উপ-উপাচার্য মুসলেহউদ্দিন

সিলেট অফিস : বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেশজুড়ে যার নামডাক সিলেটের সেই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এখন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় ভরা এক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশের অন্যতম এ বিদ্যাপীঠের বর্তমান অবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের অদক্ষতাকে দায়ী করছে। অনেক শিক্ষক এক্ষেত্রে উপ-উপাচার্য মুসলেহউদ্দিনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা এবং বিভিন্ন দুর্নীতির কথাও উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক সমিতি এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর বরাবরে অভিযোগ করার পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। অবশ্য শিক্ষকদের একটি ছোট অংশ রাজনৈতিক স্বার্থে উপ-উপাচার্যের পক্ষেও অবস্থান নিয়েছে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম, শিক্ষক স্বল্পতা, অর্থ সংকট ও একে দলীয়করণের চেষ্টার প্রস্তুতি-কারণে শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক সমিতি প্রথমে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ নিয়ে ঘটনা পরম্পরায় পরিস্থিতি বর্তমানে জটিল রূপ নিয়েছে।

শাবির বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর শফিকুর রহমান ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুসলেহউদ্দিন আহমদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মাস দশেক আগে এ দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর দুজনই পূর্ববর্তী উপাচার্যের ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হন। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দলীয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষের ওপর দায় চাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৩ জন ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব হচ্ছেটা কি?

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনিতেই শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে। তার ওপর ৬৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করা হলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুসলেহউদ্দিন এই ৬৩ জন শিক্ষককে সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি ৬৩ জন শিক্ষককে তার হাত শক্তিশালী হলে তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন— এই অজুহাতে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পর উপ-উপাচার্য তার কথা রাখেননি। ৬৩ জন শিক্ষক যখন বুঝতে পারেন তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে, তখন তারা শিক্ষক সমিতির শরণাপন্ন হন। শিক্ষক সমিতি বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু আসল সমস্যাটি থেকেই যায়।

সরজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ৬৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিধি মোতাবেক হয়েছে। শুধুমাত্র ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে তাদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করা হয়েছে; যা কাম্য নয়। এদিকে ৬৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ কর্তৃপক্ষীয় ভাষায়, অবৈধ বা বিধি অনুযায়ী হয়নি বলে আখ্যায়িত করা হলেও এদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রশাসনিক পদেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পছন্দের লোক বলেই তারা এই সুযোগ পেয়েছেন বলে জানা যায়।

এ ছাড়া দলীয়করণ ও প্রশাসনে ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে উপ-উপাচার্য মুসলেহউদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণের পরই বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি একটা লিখিত নির্দেশ জারি করেন যে, সকল ফাইলের সিদ্ধান্ত তার মাধ্যমে হবে। এই নির্দেশ তিনি সিন্ডিকেটে পাস করিয়ে নেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষকদের বিভিন্ন জরুরি ফাইল তার টেবিলে অহেতুক দীর্ঘদিন আটকে রেখে তিনি জটিলতার সৃষ্টি করছেন। শিক্ষকরা ফাইলের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেদেন, উপাচার্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মাধ্যমে উপাচার্যের প্রতি শিক্ষকদের বিদ্বেষ সৃষ্টি করাই তার লক্ষ্য।

শিক্ষকবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, জামাতপন্থী উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুসলেহউদ্দিন তার প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসনিক পদে জামাতপন্থী শিক্ষকদের নিয়োগ দিচ্ছেন। এ পর্যন্ত যতোগুলো প্রশাসনিক নিয়োগ হয়েছে তার সবগুলোই পেয়েছেন জামাতপন্থী শিক্ষকরা। এমনকি একেকজন শিক্ষক একাধিক প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পাচ্ছেন। এর মধ্যে হাবিবুল আহসান নামে একজন জামাতপন্থী শিক্ষক একাধারে ১১টি পদে নিয়োগ পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের প্রভোস্ট পদ, ডিন, ২টি ক্যাটাগরিতে সিন্ডিকেট মেম্বার, বিভাগীয় প্রধান, পরিবহন প্রশাসক, অর্থ কমিটির সভাপতি, সেন্ট্রাল ইন্সট্রুমেন্ট ল্যাবরেটরির পরিচালক প্রভৃতি। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক বিষয় মুষ্টিমেয় লোকের কর্তৃত্বে চলে গেছে এবং এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে।

প্রফেসর মুসলেহউদ্দিন তার ব্যক্তি স্বার্থে এমনকিছু কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের অনুকূলে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান তীব্র শিক্ষক সংকটের মাঝেও তিনি নতুন শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে ৪টি প্রশাসনিক পদ অনুমোদন করিয়ে এনেছেন। অথচ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন সেমিস্টার শুরু করা যাবে না বলে আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র অর্থ সংকট সত্ত্বেও প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে বিমানযোগে ঢাকা

এদিকে, নানা অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। রসায়ন বিভাগের ২ জন শিক্ষক এক বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। কিন্তু তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। এই দুজন শিক্ষক যথারীতি নিয়োগপত্র পেয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। তাদের যোগদানপত্র গ্রহণও করা হয়েছে। এখন প্রশাসনিক প্রতারণার মাধ্যমে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই বাংলা বিভাগের শিক্ষক শরদিন্দু ভট্টাচার্যের বেতন সম্প্রতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অপর এক অভিযোগে জানা যায়, একজন শিক্ষক ছুটিতে গিয়ে আবার কাজে যোগদানের পর ২/৩ মাস ধরে তার বেতন ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। শিক্ষক সমিতির সভাপতি স্বয়ং এই অবস্থার শিকার হয়েছেন বলে জানা যায়। এসব অনিয়ম ও হয়রানি অবসানের লক্ষ্যে ডিন এবং বিভাগীয় প্রধানগণসহ শিক্ষক সমিতি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বহুবার বৈঠক করেও কোনো ফল পাননি।

জানা যায়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অর্ধশতাধিক শিক্ষকের পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন আটকে রাখেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে। কোনো কোনো বিভাগে মাত্র ৩ থেকে ৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এসব সমস্যা নিরসনের দাবি জানাতে সম্প্রতি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপাচার্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে তিনি দেখাই করেননি। পরে সকল ডিন ও বিভাগীয় প্রধানসহ ৫০/৬০ জন শিক্ষক দেখা করতে গেলে 'অচিরেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে' বলে উপাচার্য তাদের বিদায় করে দেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১১ নভেম্বর শিক্ষক সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর শফিকুর রহমান ও উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুসলেহউদ্দিনের অদক্ষতার বিষয়টি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের কাছে চিঠি দেওয়া হবে। এ ছাড়া আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবিসমূহ মানা না হলে শিক্ষক সমিতি ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরকম পরিস্থিতিতে গত ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সিন্ডিকেট বৈঠক। কিন্তু বৈঠকে শিক্ষকদের দাবির ব্যাপারে কোনো আলোচনাই হয়নি বলে জানা যায়। উপরন্তু শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে থাকা ১৪ জন শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তই সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষোভের আগুনকে আরো উস্কে দেয়।

জানা যায়, সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এই ১৪ জন শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট-এর ৫১(৪) ধারায় বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বেতনভোগী শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে তাহার কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচরণ, নৈতিক স্খলন বা অদক্ষতার কারণে সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাকরি হইতে অপসারণ বা পদচ্যুত করা অথবা অন্য কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাইবে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে কোনো তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে চাকরি হইতে অপসারণ বা পদচ্যুত করা যাইবে না।' কিন্তু এই ১৪ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৫১(৪) ধারায় উল্লিখিত কোনো অভিযোগ নেই। এ ব্যাপারে কোনো তদন্ত কমিটি হয়নি বা শিক্ষকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি।

তাছাড়া শিক্ষা ছুটি বিধি অনুযায়ী ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের পরিবারবর্গ যদি দেশে থাকেন তাহলে প্রচলিত হারে বাড়ি ভাড়া ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী হলেও সিন্ডিকেট সভায় বিধি লঙ্ঘন করে বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।